দর্শনায় জামায়াতের স্মার্ট টিম সদস্যদের সমাবেশে

দর্শনায় স্মার্ট টিম সদস্যদের সমাবেশে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা আমির রুহুল আমিন বলেছেন, জুলাই বিপ্লব ধারণ করেই আগামী রাজনীতি এগিয়ে নিয়ে দেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত হতে হবে। গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টায় দর্শনা অডিটরিয়ামে স্মার্ট টিম সদস্যদের সমাবেশে চুয়াডাঙ্গা জেলা আইটি বিভাগের সভাপতি মাসুম বিল্লাহর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধের ব্যাপারে বিএনপির মহাসচিবের আপত্তি আছে বলে তিনি জানিয়েছেন। তাহলে বুঝতে হবে বিএনপি জুলাই বিপ্লব কতটুকু ধারণ করে এদেশে রাজনীতি করছে। ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনের মতো ফলাফল দিতে আগামী ত্রয়োদশ নির্বাচনে দেশের জনগণ জামায়াতে ইসলামিকেই বেছে নেবে।

সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামী চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার নায়েবে আমির মাওলানা আজিজুর রহমান, ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সেক্রেটারি হাফেজ আমিরুল ইসলাম, তালিমুল কুরআন বিভাগের সভাপতি মাওলানা মহিউদ্দিন এবং দর্শনা পৌর শাখার আমির সাহিকুল ইসলাম অপু।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা আইটি বিভাগের সভাপতি হারুন অর রশিদ, দামুড়হুদা উপজেলা আইটি বিভাগের সভাপতি মাওলানা আব্দুল খালেক, দামুড়হুদা উপজেলা স্মার্ট টিমের সদস্য ইকরাম, শাহাদাত আলী, সাদিক হোসেন, হাউলী ইউনিয়ন স্মার্ট টিম লিডার, দামুড়হুদা ইউনিয়ন টিম লিডার আমিনুল ইসলাম জিহাদ, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের মেহেদী হাসান, নাটুদাহ ইউনিয়নের বনি আমিন, জুড়ানপুর ইউনিয়নের আবু সাঈদ, নতিপোতা ইউনিয়নের নাইম হোসেন রানা, জীবননগর উপজেলা প্রচার বিভাগের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান মিলন, জীবননগর স্মার্ট টিমের সদস্য হাসানুজ্জামান, উপজেলা আইটি সদস্য সুজাউল হক জিহাদ প্রমুখ।

মেহেরপুরে ৫ দফা দাবিতে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ পাঁচ দফা দাবিতে মেহেরপুরে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে জামায়াতে ইসলামী। গতকাল শুক্রবার বিকেলে শহরের কলেজ মোড়ে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশ শেষে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কাথুলী বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়। বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খান।

জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসাইনের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন, জেলা নায়েবে আমির মাওলানা মহবুবুল আলম, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি মাওলানা রুহুল আমিন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, উপজেলা আমির মাওলানা সোহেল রানা, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার প্রমুখ।

এ সময় বক্তারা জানান, স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের রেখে যাওয়া ব্যবস্থায় সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। তারা কেন্দ্রীয় ঘোষিত ৫ দফা দাবির মধ্যে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, ফেব্রুয়ারির মধ্যে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন আয়োজনের দাবি জোরালোভাবে উপস্থাপন করেন। নেতৃবৃন্দ ঘোষণা দেন, দাবিগুলো পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন ও কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

এ সময় সদর উপজেলা সেক্রেটারি মাস্টার জাব্বারুল ইসলাম, ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি মো. আব্দুস সালামসহ মেহেরপুর ও মুজিবনগর জামায়াতের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও পিআর পদ্ধতি ছাড়া নির্বাচন হবে না

জুলাই ঘোষণা, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দর্শনা থানা শাখার উদ্যোগে গতকাল শুক্রবার বাদ আসর দর্শনায় এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দর্শনা বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি রেলবাজার, রেলগেট, পুরাতনবাজার, থানা মোড়, ইসলামবাজার, রেলইয়ার্ড হয়ে রেলবাজারস্থ শহীদ শাহরিয়ার মুক্ত মঞ্চে গিয়ে সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। দর্শনা থানা আমির মাওলানা রেজাউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির ও সাবেক দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাওলানা মো. আজিজুর রহমান এবং জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মো. আব্দুল কাদের।

এ সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মাজলিসুল মুফাসসিরিনের কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা আবু জার গিফারী, অধ্যাপক খলিলুর রহমান, দর্শনা থানা নায়েবে আমির মাজহারুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, দামুড়হুদা যুব জামায়াতের সভাপতি মাওলানা আব্দুল খালেক, দর্শনা পৌর আমির মো. সাহিকুল আলম অপু, মদনা ইউনিয়ন আমির হাফেজ শহিদুল ইসলাম, কুড়ুলগাছী ইউনিয়ন আমির সদেকীন, বেগমপুর ইউনিয়ন আমির মোশারফ হোসেন, নেহালপুর ইউনিয়ন আমির লিটন মল্লিক, তিতুদহ ইউনিয়ন আমির মো. রাফিজুল ইসলাম, গড়াইটুপি ইউনিয়ন আমির মো. ইউনুচ আলীসহ সকল ইউনিয়নের সেক্রেটারি ও বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মো. আজিজুর রহমান পিআর পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিয়ে বিএনপির বিরোধিতার কারণ হিসেবে ৩টি প্রধান কারণ উল্লেখ করে বলেন, পিআর বাস্তবায়ন হলে মনোনয়ন বাণিজ্য হবে না, ভোটের সময় একবার ভোটারের পা ধরলেও পরবর্তী ৫ বছর ভোটারকে ধরতে হবে এবং

পেশিশক্তি প্রদর্শন করে ভোট নেয়ার সুযোগ থাকবে না। এজন্যই তারা বলে, “পিআর খায় না, গায়ে মাখে বুঝি না।” এক সময় তারা জামায়াতের দেয়া কেয়ারটেকার সরকার বুঝত না, পরে আন্দোলনের মুখে বুঝেছিল; এবারও ইনশাল্লাহ বুঝবে।

বিক্ষোভে দর্শনা থানা সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী যোগ দেয়ায় ক্ষণিকের জন্য দর্শনা মিছিলের শহরে পরিণত হয়। পথচারীরা মন্তব্য করেন, বহু বছর পর এত বড় রাজনৈতিক মিছিল দর্শনাবাসী দেখল।

পিআর পদ্ধতিসহ ৫ দফা দাবিতে আলমডাঙ্গায় জামায়াতের বিক্ষোভ সমাবেশ

আলমডাঙ্গায় জামায়াতের পিআর পদ্ধতিসহ ৫দফা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টায় উপজেলা মঞ্চে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল উপজেলা গেট থেকে শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

মিছিলটি চারতলা মোড়, হাজী মোড়, আলিফ উদ্দিন রোড, হাই রোড হয়ে এরশাদ মঞ্চে গিয়ে শেষ হয়। উপজেলা জামায়াতের আমির প্রভাষক শফিউল আলম বকুল-এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের যুব বিভাগের সভাপতি শেখ নূর মোহাম্মদ হুসাইন টিপু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা জামায়াতের সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলতাফ হুসাইন, আইন ও আদালত বিষয়ক সম্পাদক দারুস সালাম। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবি বাস্তবায়ন ছাড়া বাংলাদেশে কোন নির্বাচন হবে না।

উদ্বোধনী বক্তব্য দেন পৌর শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি সাহিন শাহিদ, পৌর আমীর মাহের আলী। আরও বক্তব্য রাখেন, কুমারী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, পৌর যুব সভাপতি সাইফুল্লাহ হুসাইন,

পৌর নায়েব আমীর জুলফিকার আলী, উপজেলা দপ্তর সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, জিএ সেক্রেটারি কামরুল হাসান সোহেল, উপজেলা যুব সভাপতি তরিকুল ইসলাম।

এই বিক্ষোভ সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন, সাবেক উপজেলা সহকারী সেক্রেটারি বিলাল হোসাইন, যুব বিভাগের সভাপতি তরিকুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, কুমারী ইউনিয়ন আমির আবুবকর সিদ্দিক বাবলু, কালিদাসপুর আমির আসাদুল হক, ডাউকি আমির সজিবুর রহমান, জামদানি আমির ফজলুল হক, বেলগাছি ইউনিয়ন সভাপতি আমান উদ্দিন, নাগদাহ ইউনিয়ন আমের ডাক্তার রিপন বিশ্বাস, আইলহাস ইউনিয়ন আমির লিয়াকত আলী, খাসকররা ইউনিয়ন আমির মাওলানা আব্দুল লতিফ, জেহালা ইউনিয়ন আমির প্রভাষক হুমায়ুন কবির, হারদি ইউনিয়ন আমির গিয়াস উদ্দিন ও বাড়াদি ইউনিয়ন আমির জাহাঙ্গীর আলমসহ ইউনিয়নের অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ। সঞ্চালনায় ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা আলমডাঙ্গা উপজেলা সেক্রেটারি মুহা. মামুন রেজা।

মেহেরপুরে ইসলামী আন্দোলনের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

৫ দফা দাবির মধ্যে ছিল আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত করা, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিতকরণ, গণহত্যার বিচারসহ অন্যান্য দাবি।বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের কোর্ট মোড় থেকে শুরু হয়ে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি প্রভাষক মোঃ খাদিমুল ইসলাম।

এছাড়াও এসময় জেলা সেক্রেটারি মাওলানা আরিফুল ইসলাম, সদর থানা

সভাপতি মাওলানা সালাউদ্দিন, মুজিবনগর থানা সভাপতি মাওলানা আমিনুল ইসলাম, ইসলামী যুব আন্দোলনের জেলা সভাপতি মাওলানা আশরাফ শাহাজাহান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পিআরসহ ৫ দফা বাস্তবায়নের দাবীতে ঝিনাইদহে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, ফেব্রুয়ারির মধ্যে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবীতে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে জেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পোস্ট অফিস মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত সমাবেশ।
জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুল আওয়ালের সঞ্চালনায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন, জেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর আব্দুল আলিম, সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা তাজুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি কাজী সগির আহমদ, শহর শাখা জামায়াতের আমীর অ্যাডভোকেট ইসমাইল হোসেন।

স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের রেখে যাওয়ার পদ্ধতিতে নির্বাচন সম্ভব নয় উল্লেখ করে বক্তারা জুলাই সদন বাস্তবায়ন করে আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ কেন্দ্রীয় ঘোষিত ৫ দফা দাবী তুলে ধরেন। দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাদের কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে বলে সমাবেশ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়।

গত ১৭ বছর কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো ছিল রাজনৈতিক আশ্রয়কেন্দ্র

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, সবার জন্য স্বাস্থ্য নয়, মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে হবে। আর এই দায়িত্ব নিয়েছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি। সকলের কাছে আমরা স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেব ইনশাআল্লাহ। প্রতিটি মানুষের যেকোনো সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা আমরা করব।

ইতিমধ্যেই ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা চালু করা হয়েছে। আশা করছি যে কোনো স্বাস্থ্যসেবা আপনারা সেখানে গেলে পাবেন। বিএনপির ৩১ দফার আলোকে ২৬ নম্বর পয়েন্টে যে কথা বলা রয়েছে সবার জন্যই স্বাস্থ্য এবং মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে হবে।

আজ শুক্রবার সকালে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্যে এসকল কথা বলেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো যেগুলো স্থাপন করেছিলেন জিয়াউর রহমান, পরবর্তীতে পুনরায় সেগুলো স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। এই ১৭ বছরে সেই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে ধ্বংস করা হয়েছে। সেই সমস্ত ক্লিনিকগুলো হয়ে গিয়েছিল পলিটিকাল আশ্রয়কেন্দ্র। সেগুলো কোনো স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে পড়ে না।

এই নির্বাচনের আগে আমরা ২০ থেকে ৩০টা মেডিকেল ক্যাম্প করব। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে আমাদের জেলা বিএনপির সকল সদস্য আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করবেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাবেক সহ-সভাপতি আনছারুল হক, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য আলমগীর খান ছাতু, আবু সালেহ নাসিম, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি রুমানা আহম্মেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি

ফয়েজ মোহাম্মদ, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জাকির হোসেন, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা প্রমুখ।

জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান আরো জানান, আজ দিনব্যাপী মেহেরপুরের অসহায় মানুষকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে, পাশাপাশি তাদেরকে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হবে। এছাড়াও প্রতি মাসে এই মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজন করা হবে বলে জানান তিনি।

চিকিৎসা নিতে আসা ব্যক্তিরা জানান চিকিৎসা সেবা ও বিনামূল্যে ওষুধ পেয়ে খুশি তারা।

আলমডাঙ্গা নাগদাহতে বিএনপি’র কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা উপজেলা নাগদাহ ইউনিয়ন বিএনপি’র উদ্যোগে কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়ন বিএনপি ও সমর্থক গোষ্ঠীদের মধ্যে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

উক্ত মতবিনিময় সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, নাগদাহ ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সভাপতি জনাব আব্দুর রশিদ হেবা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সফল চেয়ারম্যান আসিরুল ইসলাম সেলিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি, আনিসুর, রহমান আনিচ। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকদলের সাবেক সভাপতি বোরহান উদ্দিন, আলমডাঙ্গা উপজেলা, যুবদলের, যুগ্ম আহ্বায়ক, মোঃ মাগরিব হোসেন।

উক্ত মতবিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, নাগদাহ ইউনিয়ন বিএনপি

সমর্থক গোষ্ঠী, অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা।

আলমডাঙ্গা জামায়াতে ইসলামী ডাউকি শাখার নির্বাচনী সভা

আলমডাঙ্গা জামায়াতে ইসলামী ডাউকি ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে নির্বাচনী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছত্রপাড়া গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় মাগরিবের নামাজের পর সাধারণ মানুষের সুখে দুঃখে তাদের পাশে থাকার জন্য প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত করেন।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সহকারী সেক্রেটারি ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী জননেতা এ্যাডঃ মাসুদ পারভেজ রাসেল। তিনি বলেন, স্বাধীনতার ৫৩ বছর পেরুলেও এদেশে সাধারণ মানুষের ভাগ্যে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তাই আগামী সংসদ নির্বাচনে দাড়িপাল্লা মার্কায় ভোট দিয়ে কোরআনের আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পাশে থাকতে চাই।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার আইন আদালত বিষয় সম্পাদক দারুসসালাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার সহকারী সেক্রেটারি তরিকুল ইসলাম, উপজেলা মসজিদ মিশনের সভাপতি আব্দুল মান্নান, ডাউকি ইউনিয়ন শাখার আমির সজিবুর রহমান, সেক্রেটারী ডাঃ আব্দুস সালাম সহকারী সেক্রেটারি মোঃ শরিফুল ইসলাম ও আলাউদ্দিন যুব বিভাগের সেক্রেটারি নওশাদ আলী, মুন্সি আব্দুস সালাম, শিলু আবুছদ্দিন,এনামুল,আলম, কলমসহ আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, ৭নং ওয়ার্ড সভাপতি সাইদুর রহমান এবং সঞ্চালন করেন, ওয়ার্ড সেক্রেটারি মেহেদী হাসান সলোক।

আলমডাঙ্গায় জামায়াতের পথসভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গ্রামে জামায়াতে ইসলামের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার মাগরীবের নামাজের পর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রাম কমিটির উদ্যোগে স্কুল মোড়ে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফরিদপুর গ্রাম কমিটির সভাপতি দেলোয়ার হোসেন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, নাগদাহ ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী দারুস সালাম।

প্রধান অতিথি তার আলোচনায় বলেন, সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব তৈরির এবং দেশ পরিচালনার জন্য আমাদের সবায়কে ভালো মানুষের হাতে দায়িত্বভার তুলে দিতে হবে। এর জন্য প্রতিটি মানুষের কাছে গিয়ে দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে ইসলামের সুমহান আদর্শ তুলে ধরতে হবে। তিনি আরো বলেন, একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের দেশের সকল দলকে আদর্শভিত্তিক কাজের প্রতিযোগিতা করতে হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইউনিয়ন সভাপতি আমান উদ্দিন, সহ-সভাপতি মাওলানা শহিদুল হক, ইউনিয়ন সেক্রেটারি মাওলানা শওকত আলী, ইউনিয়ন নির্বাচন বিভাগের পরিচালক জহিরুল ইসলাম মজনু, ইউনিয়ন সহকারি সেক্রেটারি আব্দুল জব্বার, ডামোশ গ্রাম কমিটির সভাপতি জয়নাল আবেদীন, ফরিদপুরের সহ-সভাপতি মানোয়ার হোসেন, সেক্রেটারি দেলোয়ার হোসেন মন্ডল। আরো উপস্থিত ছিলেন, ১নং ওয়ার্ড সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম মনি, ২নং ওয়ার্ড সভাপতি আহসান হাবীব, সহকারি সেক্রেটারি জুড়ন আলী মালিতা, সদস্য হিসেবে ইব্রাহিম হোসেন, হাবিবুর রহমান, লাল মিয়া, খলিলুর রহমান, খয়বার আলী। সভাটি উপস্থাপনা করেন, ২ নং ওয়ার্ড সেক্রেটারী রুহুল আমীন।